বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, এনএসটি ফেলোশিপ ও গবেষণা অনুদান প্রদান অনুষ্ঠান ২০১৮

বিশেষ ক্রোড়পত্র ৪ মার্চ ২০১৮

বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ ও এনএসটি ফেলোশিপ এবং গবেষকদের গবেষণা অনুদান প্রদান উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। জাতির পিতা ১৯৭৩ সালে 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ' প্রতিষ্ঠা করেন।

আওয়ামী লীগ সরকার রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞানমনস্ক ও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আমরা বিবেচনা করেছি 'as central to our national development' হিসেবে। আমাদের সরকার বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে। বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন এবং জাতীয় পর্যায়ে দক্ষ ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও গবেষক তৈরির লক্ষ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ ও এনএসটি ফেলোশিপ প্রদান করছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদানসহ সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। গবেষকদের অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ সহযোগিতা আরো বৃদ্ধি করা হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। দিনবদলের জন্য নিত্যনূতন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের বিপুল জনশক্তিকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে পারলেই আমরা উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো। আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা ও সচেতনতা সৃষ্টির জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি আশা করি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

আমি এ অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বাণী

সভাপতি
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বর্তমান ও আগামী দিনের বিশ্ব তথ্য সমাজ হবে জ্ঞানভিত্তিক। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে বিজ্ঞান চর্চার বিকল্প কিছু নাই। বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা কাজ করতে হবে। তবে গবেষণার জন্য অর্থ প্রয়োজন। আবার গবেষণার জন্য অবাধ তথ্য-উপাত্ত, রেফারেন্স, গবেষণা জার্নাল ইত্যাদিও প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী গবেষণার তথ্যবিনিময় ও ভালো রেফারেন্স বা প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত জার্নাল পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য বিষয়। এগুলো সংগ্রহের জন্য পূর্বে আমাদের বিজ্ঞানী ও গবেষকদের প্রচুর পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে হত। এখনো করতে হয়। তবে আশাব্যঞ্জক হলো বর্তমান সরকার এ দুটি বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে গবেষণার বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত ফেলোশিপ প্রাপ্তদের গবেষণাপত্র নিয়ে জার্নাল প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে স্বাধীনতার পর পরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সুদূর প্রসারি কর্মসূচি আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতের পর অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো বিজ্ঞান চর্চাও পিছিয়ে যায়। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে জাতির পিতার চিন্তা, চেতনা প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য রূপপুরে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে।

দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে অবস্থিত ইনমাস ও নিউক্লিয়ার মেডিসিনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবায় পরমাণু শক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণের জন্য বড়ো বড়ো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভারে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি গড়ে তোলা হয়েছে। রাজশাহীতে নতুন একটি নভোথিয়েটার গড়ে তোলা হচ্ছে। জাতীয় বিজ্ঞান জাদুঘরের উন্নয়ন চলছে। এসবই বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন। ২১ শতকের টেকনিক্যাল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় অধীনস্থ এসব প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার প্রতিনিয়ত আধুনিকায়ন হচ্ছে। আবার অন্যদিকে স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। এটি উদ্বেগজনক। এ জন্য বিজ্ঞানীদেরই এগিয়ে আসতে হবে। আর দেশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিজ্ঞানীদের ভূমিকা অপরিসীম।

পরিশেষে এ বছর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন ফেলোশিপ ও গবেষণা অনুদান প্রাপ্ত সকল ফেলো ও গবেষককে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

অধ্যাপক ডা. আ.ফ.ম. রুহুল হক, এমপি

জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার মাঝে দেশের ভবিষ্যৎ

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশটিকে পুনর্গঠনের কাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্নের পথ ধরে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ঘোষণা করেছে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১। উদ্দেশ্য ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষামুক্ত একটি আধুনিক দেশ—বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়ন করা। উন্নয়নের এই বিশাল কর্মযজ্ঞে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে প্রধান চালিকাশক্তি বিবেচনা করেছে সরকার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের বিপুল আয়োজন করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেছে বিভিন্ন কর্মসূচি। এর মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, এনএসটি ফেলোশিপ এবং গবেষণা অনুদান বিশেষ কার্যকর উদ্যোগ। সকলের অবগতির জন্য কর্মসূচিগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন সায়েন্স এণ্ড আইসিটি প্রকল্প

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন, বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা উন্নয়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন সায়েন্স এন্ড আইসিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। উন্নত বিশ্বের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার ও ইনস্টিটিউটসমূহে পরিচালিত গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা, বিশেষ করে এমএস এবং পিএইচডি প্রোগ্রামসমূহে ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে দক্ষ ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও গবেষক সৃষ্টিই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। জুলাই ২০১০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ৮৫ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। উল্লেখ্য, প্রকল্পের মেয়াদ শেষে এ কার্যক্রম সদ্য প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট-এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। কোর্স সম্পন্নকারী গবেষকগণ দেশে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও পদ্ধতি উদ্ভাবনে গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছেন।

প্রকল্প মেয়াদে দেশে পিএইচডির জন্য ১০০, পোস্ট ডক্টরেটের জন্য ১১ এবং বিদেশে এমএস ৫৩, পিএইচডি ৬০ ফেলোশিপ দেয়া হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ট্রাস্টের অনুকূলে ১২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অধ্যাপক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ও জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাহীগণের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক ফেলো নির্বাচন করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরেই ট্রাস্টের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদত্ত ফেলোশিপ-দেশে পিএইচডি ৫০, পোস্ট ডক্টরেট ৮ এবং বিদেশে এমএস ২১, পিএইচডি ৩৭।

ট্রাস্টের আওতায় নির্বাচিত ফেলোদের ট্রাস্টের ফেলোশিপ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে নিম্নরূপ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়:

ক. ভিত্তি এলাউন্স বিদেশে-ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানে মাসিক ৯৬,০০০ টাকা ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে মাসিক ৫০,০০০ টাকা এবং দেশে মাসিক ২৫,০০০ টাকা।

খ. বিশ্ববিদ্যালয় টিউশন ফি-বিশ্ববিদ্যালয়/ ইনস্টিটিউট নির্ধারিত রেটে প্রদান করা হয়।

গ. বইপুস্তক ক্রয় বাবদ বিদেশে এককালীন ৬০,০০০ টাকা এবং দেশে ৩০,০০০ টাকা।

ঘ. থিসিস ফি বিদেশে এককালীন ৫০,০০০ টাকা এবং দেশে ২৫,০০০ টাকা।

ঙ. বিদেশে অধ্যয়নরত ফেলোদের প্রকৃত বিমান ভাড়া, স্বাস্থ্য বীমা ও ভিসা ফি প্রদান করা হয়।

চ. সেমিনার আয়োজন ও থিসিস পেপার উপস্থাপনের জন্য এককালীন বিদেশে ৭৫,০০০ টাকা ও দেশে ৩০,০০০ টাকা।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত/গবেষণারত এমএস, এমফিল, পিএইচডি এবং পোস্ট-ডক্টরাল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রী/গবেষকদের এ অনুদান প্রদান করা হয়। মোট ৫টি গ্রুপে এ ফেলোশিপ প্রদান করা হয়: ১. ভৌত, জৈব ও অজৈব বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, তথ্যযোগাযোগ শক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ন্যানোটেকনোলজি, লাগসই প্রযুক্তি ২. জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং ৩. খাদ্য ও কৃষি বিজ্ঞান। ১৯৯৫-১৯৯৬ অর্থ বছর থেকে ২০০০-২০০১ অর্থ বছর পর্যন্ত এ খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ২,৩২,০০,০০০/-(দুই কোটি বত্রিশ লক্ষ) টাকা। বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থ থেকে মোট ১০৭৮ জন ফেলোকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয় এবং ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত বরাদ্দ ছিল ৬৯,২৮,০০,০০০ (উনসত্তর কোটি আঠাশ লক্ষ) টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ১০,৮৫৮ জন গবেষককে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে।

প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্প

বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তিগত পর্যায়ে গবেষণারত দেশীয় বিজ্ঞানীগণকে এই অনুদান প্রদান করা হয়। বিষয়ভিত্তিক মোট ৪টি গ্রুপে এই অনুদান প্রদান করা হয়- (১) জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও পুষ্টিবিদ্যা (২) অ্যাপ্লাইড সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (৩) ফিজিক্যাল সায়েন্স এবং (৪) এগ্রিকালচার এন্ড এনভায়রনমেন্ট।

১৯৯৫-১৯৯৬ অর্থ বছর থেকে ২০০০-২০০১ অর্থ বছর পর্যন্ত এ খাতে মোট বরাদ্দকৃত ১,৬৮,৩৮,০০০/-(এক কোটি আটষট্টি লক্ষ আটত্রিশ হাজার) টাকা থেকে ৩৩২ টি এবং ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত ৫. ১৬,৫০,০০০/- (পাঁচ কোটি ষোলো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা থেকে ৭৭২ টি প্রকল্পসহ মোট ১১০৪ টি প্রকল্পে ৬,৮৪,৮৮,০০০ (ছয় কোটি চুরাশি লক্ষ আটাশি হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

বিজ্ঞান সেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কাজ, জার্নাল প্রকাশনা এবং সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ও প্রদর্শনী আয়োজনে সহায়তার লক্ষ্যে বিজ্ঞান সেবী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের আবেদনপত্র নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইপূর্বক অনুদান প্রদান করা হয়।

১৯৯৫-১৯৯৬ অর্থ বছর থেকে ২০০০-২০০১ অর্থ বছর পর্যন্ত ৭১ টি প্রতিষ্ঠানকে ৭২ লক্ষ টাকা এবং ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত ৬১১টি প্রতিষ্ঠানকে ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান

বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল প্রকাশনা এবং সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও প্রদর্শনী আয়োজনে সহায়তার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক অনুদান প্রদান করা হয়।

২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত ৪১৯টি প্রতিষ্ঠানে ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার/কর্মশালা ও প্রদর্শনী

দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনের তথ্য জনগণকে অবগত ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার/প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। বাছাইকৃত উপজেলাসমূহে এ সেমিনার/প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রযুক্তি প্রদর্শনীর বিষয়গুলো হচ্ছে—(১) উন্নত চুলা (২) বায়োগ্যাস প্লান্ট (৩) স্বল্প ব্যয়ে দীর্ঘস্থায়ী গৃহ নির্মাণ সামগ্রী (৪) সৌর চুল্লি/সৌর প্রযুক্তি (৫) মুখরোচক খাদ্যসামগ্রী তৈরি ও খাদ্য সংরক্ষণ (৬) স্বাস্থ্য সেবায় শিক্ষণীয় (৭) পানি বিশুদ্ধকরণ ফিল্টার (৮) Malted Weaning Food (৯) নিম ও অন্যান্য ঔষধি উদ্ভিদের গুণাগুণ। এ সকল বিষয়ের উপর উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট তাদের স্ব-স্ব আবিষ্কৃত বিভিন্ন প্রদর্শনী-সামগ্রী উপজেলা পর্যায়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে।

১৯৯৫-১৯৯৬ থেকে ২০০০-২০০১ এবং ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ২১০টি প্রদর্শনীর জন্য ১ কোটি ৩০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

বিজ্ঞানী/গবেষকদের মধ্যে বিশেষ গবেষণা অনুদান প্রদান কর্মসূচি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের লক্ষ্যে গবেষণা প্রকল্পে অনুদান প্রদান করা হয়। ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থ বছর থেকে বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার জন্য বিশেষ গবেষণা অনুদান কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে মূল্যায়ন করার জন্য পিয়ার রিভিউ কমিটি গঠন করা হয়। পিয়ার রিভিউ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, মেডিক্যাল সায়েন্স, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অ্যাপ্লাইড সায়েন্স, ফিজিক্যাল সায়েন্স ও ইনফর্মেশন টেকনোলজি গ্রুপসহ ৬টি গ্রুপে গবেষণা অনুদান প্রদান করা হয়। এ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অধ্যাপক, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সমন্বয়ে গঠিত 'পিয়ার রিভিউ কমিটি'র মাধ্যমে গবেষক ও বিজ্ঞানীদের গবেষণা প্রস্তাব পর্যালোচনা এবং প্রকল্পসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক বিশেষ গবেষণা অনুদান প্রদান করা হয়।

১৯৯৭-১৯৯৮ থেকে ২০০০-২০০১ অর্থ বছর এবং ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ৩,৩২৫ টি প্রকল্পে ১৭৭ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে।

মন্ত্রণালয় এবং গবেষকদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে বিজ্ঞাননির্ভর সমাজ গঠনে এ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাণী

মন্ত্রী
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদেরকে যে কেবল একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছেন তা-ই নয়, তিনি সমগ্র জাতিকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিলেন একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর অকাল প্রয়াণে সে স্বপ্ন হারিয়ে ফেলেছিলাম আমরা। তবে বাঙালি জাতির পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর রক্ত যেমন প্রবাহিত তাঁর শিরায়-ধমনীতে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শও স্থায়ী হয়ে আছে তাঁর সমস্ত চৈতন্যে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর অশিক্ষাকে দূর করে দেশকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দানে, দেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করার নিরলস প্রচেষ্টায় আমরা তাঁর মাঝে বঙ্গবন্ধুরই প্রতিচ্ছবি দেখি। বঙ্গবন্ধুর মতোই প্রত্যেক বাঙালির প্রতিটি অন্তবিন্দু যেমন করে তিনি জীবন বাজি রেখে সংগ্রাম করে চলেছেন। নিপীড়িত মানুষের মুক্তির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু যেমন প্রতিষ্ঠিত সারাবিশ্বে, তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণ আজ মানুষের মুক্তির সনদ হিসেবে স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যে-বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাও তেমনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'মানবতার জননী', 'প্রগতির কারিগর', ও 'বিশ্বনেত্রী' হিসেবে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথ ধরে বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্রতী হয়েছেন বাংলাদেশকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তোলার মহৎ কাজে। আর উন্নয়নের এই বিপুল কর্মযজ্ঞে তিনি বঙ্গবন্ধুর মতোই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নির্ধারণ করেছেন অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে।

বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এর প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে বিপুল কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ ও জাতির আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা প্রদান এ মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ সকল কর্মকাণ্ড দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সেই সাথে বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন, গবেষণার জন্য বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, এনএসটি ফেলোশিপ ও গবেষণা অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদেরকে বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করার নিরলস প্রচেষ্টাও করে চলেছে এ মন্ত্রণালয়।

বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন অভিযাত্রায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী-বিজ্ঞানী সহযোদ্ধা হিসেবে নিরলস কাজ করে যাবে-এ প্রতিশ্রুতি আমাদের।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

স্থপতি ইয়াফেস ওসমান

বাণী

সচিব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল আমাদের এই প্রিয় স্বদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার, যেখানে থাকবে না ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য। অকাল প্রয়াণের ফলে সেই স্বপ্ন তিনি বাস্তবায়ন করে যেতে পারেন নি। তবে বঙ্গবন্ধুর সফল উত্তরসূরি বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ় প্রত্যয়ে আত্মনিয়োগ করেছেন জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে। সমৃদ্ধ দেশ গড়ার আন্দোলনে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপ দেয়ার বিপুল কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন। সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। বর্তমান সরকারের এ উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সহযোদ্ধার ভূমিকায় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ এবং নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গঠন এবং বিজ্ঞানমনস্ক, প্রযুক্তিনির্ভর ও আত্মনির্ভরশীল জাতি তৈরি করাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উদ্ভাবন, সমুদ্র বিষয়ক জ্ঞান ও সম্পদ আহরণ, দক্ষ মানবসম্পদ সৃজন, সার্বজনীন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ ও পরমাণু চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহও তাদের নিজ নিজ কর্মপরিধি অনুসারে জনগণকে বিশেষায়িত সেবা প্রদান করে চলেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের কাছে এ সকল সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন, জাতীয় পর্যায়ে দক্ষ ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও গবেষক তৈরি এবং বিজ্ঞান শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (এনএসটি) ফেলোশিপ এবং গবেষণা অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপের আওতায় দেশে-বিদেশে এমএস, পিএইচডি ও পোস্ট ডক্টরেট করার জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ কার্যক্রমকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (এনএসটি) ফেলোশিপের আওতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। এছাড়া দেশে বিজ্ঞান চর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য গবেষণা অনুদান প্রদান করা হয়।

আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা বর্তমান সরকারের উন্নয়নের রূপকল্প বাস্তবায়নে সক্ষম হব।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আনোয়ার হোসেন

জিডি-৬৯৯/১৮